



মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

■ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন

■ সংখ্যা : ৯১

■ বর্ষঃ ১১

■ সেপ্টেম্বর ২০১৬

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে শোকাবহ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালিত

সমগ্র জাতির ন্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও বিনশ্র শ্রদ্ধায় শোকাবহ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে। শোকদিবসে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেন। এইদিন প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয় ও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। ভোরে মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমানের নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২নং সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।



গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ তারিখ ভোরে মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমানের নেতৃত্বে ধানমন্ডির ৩২নং সড়কে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরবর্তীতে অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান। মহাপরিচালক বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেকেই তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মহাপরিচালক মহোদয় বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে মাদকমুক্ত করার জন্য সকলকে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব পরিমল কুমার দেব, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মো: আখতার আলী সরকার, পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) জনাব নাজমুল আহসান মজুমদার, অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা) জনাব মো: নজরুল ইসলাম সিকদার, ঢাকা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মো: গোলাম কিবরিয়া সহ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। উক্ত

অনুষ্ঠানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শোক দিবসের এই সভায় বক্তাগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের ওপর আলোকপাত করেন। আলোচনা শেষে ১৯৭৫ সনে ১৫ আগস্টের শহীদদের স্মরণে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

১৭ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমানের সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশিদ। প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে অতীতের বিভিন্ন শাসক শ্রেণী যেমন মগধ, পাল, সেন বংশসহ বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠির শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যেভাবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী হিসেবে অধিষ্ঠিত করা হয় তাঁর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালি জাতিকে খুব ভালবাসতেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে তিনি সারা জীবন তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। বঙ্গবন্ধু জাতির জনক হওয়ার সকল গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দী। কারাগারে বসেই তিনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে অনশন করেন। আলোচনা শেষে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।



গত ১৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. হারুন-অর-রশিদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেডের যৌথ আয়োজনে “মাদকাসক্তি ও সড়ক দুর্ঘটনা” শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৩১ আগস্ট বুধবার সকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেডের যৌথ আয়োজনে রাজধানীর বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্যাটজিক স্টাডিজ (বিস) মিলনায়তনে “মাদকাসক্তি ও সড়ক দুর্ঘটনা” শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।



গত ৩১ আগস্ট ২০১৬, বিস মিলনায়তন, ঢাকায় গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌ- পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাজাহান খান এমপি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকের প্রধান অতিথি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব শাহজাহান খান এমপি বলেন, কিছুসংখ্যক পরিবহন শ্রমিকের মধ্যে মাদকসেবনের প্রবণতা থাকলেও তা দিনদিন কমে আসছে। সামাজিক সচেতনতা ও উদ্ধারকরণের মাধ্যমে মাদকাসক্তিকে নির্মূল করতে হবে। মাদক অপরাধ দমনে কঠোরভাবে আইনের প্রয়োগ করার জন্য তিনি আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব নিয়োজিত বাহিনীকে আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি বলেন, সোনার বাংলা গড়ার জন্য মাদকাসক্তি নির্মূল করা প্রয়োজন। যেসব পরিবার সন্তানদের সময় কম দেয়, সেখানে মাদকাসক্তি হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তাই পিতা-মাতাকে পরিবারের সাথে সময় দিতে হবে।

টিভি উপস্থাপক জিল্লুর রহমানের সঞ্চালনায় গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় আরও অংশগ্রহণ করেন জনাব ফখরুল ইমাম এমপি, এডভোকেট নূরজাহান এমপি, বিশিষ্ট লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ, সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রণি, সাবেক সংসদ সদস্য নিলোফার চৌধুরী মণি, অধ্যাপক অরুণ রতন চৌধুরী, প্রমিসেস মেডিকেল লিমিটেডের চেয়ারম্যান জনাব শহিদুল ইসলাম হেলাল, ডিআইজি ঢাকা রেঞ্জ এসএম মাহফুজুল হক নুরুজ্জামান, অভিনেতা শামস সুমন, সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস ওয়াহিদ, ধারাভাষ্যকার চৌধুরী জাফরউল্লাহ শারফত, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) জনাব নাজমুল আহসান মজুমদার প্রমুখ।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক উদ্ধারকরণের মাধ্যমে দেশে মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে যেসব জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয় তন্মধ্যে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা, মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা, মাদকবিরোধী পোস্টার, স্টিকার ও লিফলেট বিতরণ, মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন, সেমিনার ওয়ার্কসপ, সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড/স্থাপন ও দেয়াল লিখন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন ও পোস্টার প্রদর্শন, অভিযান কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম, সংগঠন/সমিতি/কাব/ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম, সংস্থা/NGO ভিত্তিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আগস্ট ২০১৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধশিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	৭৫ টি
মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা	১২৮ টি
মাদকবিরোধী পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	২৫৪ টি
মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারি প্রদর্শন	৩১ টি
সেমিনার/ওয়ার্কসপ	০৩ টি
সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড/স্থাপন ও দেয়াল লিখন	২৫ টি
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন/ পোস্টার প্রদর্শন	০৫ টি
অভিযান কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা	২২৭ টি
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম	১০ টি
সংগঠন/সমিতি/কাব/ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক কার্যক্রম	০৬ টি
সংস্থা/ NGO ভিত্তিক কার্যক্রম	১৫ টি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক কার্যক্রম	২৬ টি
মোট	৮০৫ টি

আগস্ট/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মোট ৮০৫ টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবক্তৃতা দেয়া হয়েছে ১২৮ টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

আগস্ট/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান



মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক
বুলেটিন

উপদেষ্টা : খন্দকার রাকিবুর রহমান
মহাপরিচালক

সম্পাদক : নাজমুল আহসান মজুমদার
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : মোহাম্মদ রুহুল আমিন
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

■ সংখ্যা : ৯১

■ বর্ষ : ১১ম

■ সেপ্টেম্বর : ২০১৬

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরূপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠনের শতকরা হার
ঢাকা	৭,৪৮৮	৪,৭৮৮	২,৭০০	৬৩.৯৪%
চট্টগ্রাম	৪,৭০৮	৩,৮৮০	৮২৮	৮২.৪১%
রাজশাহী	১০,১৭০	৭,১৬৯	৩,০০১	৭০.৪৯%
খুলনা	৪,৪৮৭	৩,৫৫৭	৯৩০	৭৯.২৭%
বরিশাল	৪,০২৯	২,২৭৫	১,৭৫৪	৫৬.৪৬%
সিলেট	১,১৭৫	১,১১৭	৫৮	৯৫.০৬%
মোট	৩২,০৫৭	২২,৭৮৬	৯,২৭৫	৭১.০৭%

সবচেয়ে বেশি কমিটি গঠিত হয়েছে সিলেট বিভাগে (৯৫.০৬%) এবং সবচেয়ে কম কমিটি গঠিত হয়েছে বরিশাল বিভাগে (৫৬.৪৬%)।

সূত্র : নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

আগস্ট/২০১৬ মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবক্তব্য দেয়া হয়েছে ১২৮ টি প্রতিষ্ঠানে বগুড়া, পটুয়াখালী, খুলনা, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও বিনাইদহ জেলার কিছু শ্রেণি বক্তৃতার চিত্র :



গত ০৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখ বগুড়ার পুলিশ লাইন স্কুলে, মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ



গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে পটুয়াখালী জেলার বাউফল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ



গত ১২ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বগুড়া জেলার গাবতলীর মহিষাবান উচ্চ বিদ্যালয়ের, ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ



গত ০৭ আগস্ট ২০১৬ তারিখে খুলনা জেলার দিঘলিয়া থানাধীন গাজীরহাটে, মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

**মাদক ব্যবসা করে যারা,
দেশ ও জাতির শত্রু তারা।
মাদক ব্যবসায়ীকে ধরিয়ে দিন ও
সামাজিক ভাবে বর্জন করুন।
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস
মাঠপাড়া, মুন্সীগঞ্জ।**

গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখ মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের দেয়ালে মাদকবিরোধী স্লোগান লিখা হয়।



গত ১৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বিনাইদহ জেলার আরসাপুর বাসস্ট্যাণ্ডে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ



গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার লাইহাটি এম আজহার উচ্চ বিদ্যালয়ে, মাদকবিরোধী বক্তৃতা আয়োজন করা হয়। বক্তৃতা শেষে লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

অপারেশনাল কার্যক্রম

সুনামগঞ্জের পাগলা এলাকাধীন মাহমুদপুর থেকে ১৯ কেজি গাঁজা ও ৪৫ বোতল বিদেশী মদ আটক

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, সুনামগঞ্জ কর্তৃক গত ৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানাধীন পাগলা এলাকার মাহমুদপুর হতে ১৯ (উনিশ) কেজি গাঁজা ও ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) বোতল (১৮০ মিলি) অফিসার্স চয়েজ নামক বিদেশী মদসহ আসাবুল নামে একজন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়।



গত ৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলার পাগলা এলাকাধীন

মাহমুদপুর থেকে ১৯ কেজি গাঁজা ও ৪৫ বোতল অফিসার্স চয়েজ ব্রান্ডের বিদেশী মদসহ গ্রেফতারকৃত আসামী

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক আগস্ট-২০১৬ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	আগস্ট-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট		মোট	মোট
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী
ঢাকা মেট্রো: উপ-অঞ্চল	৭৬	৮৮	৭১	৭১	১৪৭	১৫৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঢাকা	২	২	১০	১০	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ময়মনসিংহ	৬	৬	১৮	১৮	২৪	২৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ফরিদপুর	২	২	১০	১০	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় টাঙ্গাইল	৩	৫	১২	১২	১৫	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় জামালপুর	৪	১	৮	৮	১২	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় গোপালগঞ্জ	১	১	১	১	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মাদারীপুর	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় শারীয়তপুর	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রাজবাড়ী	৫	৬	৭	৭	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মানিকগঞ্জ	১	৩	৯	১২	১০	১৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মুন্সীগঞ্জ	৩	৩	১	১	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নারায়নগঞ্জ	৯	১০	৩	৩	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নরসিংদী	১	৩	১১	১১	১২	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় গাজীপুর	২	৩	১০	১০	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় শেরপুর	১	২	৩	৩	৪	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কিশোরগঞ্জ	২	৪	১১	১১	১৩	১৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নেত্রকোনা	৩	৪	৪	৪	৭	৮
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঢাকা	১২১	১৪৩	১৯৩	১৯৬	৩১৪	৩৩৯
চট্টগ্রাম মেট্রো: উপ-অঞ্চল	২০	২৮	৩৪	৩৪	৫৪	৬২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চট্টগ্রাম	০	০	৪	৪	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নোয়াখালী	২	২	৯	৯	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কুমিল্লা	১০	৮	১২	১২	২২	২০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কক্সবাজার	৪	১	১৬	১৬	২০	১৭

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	আগস্ট ২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট		মোট মামলা	মোট আসামী
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী		
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রাঙামাটি	১	০	৩	৩	৪	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় খাগড়াছড়ি	২	৪	০	০	২	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বান্দরবন	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১১	১০	৭	৭	১৮	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চাঁদপুর	১	১	৯	৯	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় লক্ষ্মীপুর	০	০	৩	৩	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ফেনী	৩	৩	৬	৬	৯	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চট্টগ্রাম	৫৪	৫৭	১০৫	১০৫	১৫৯	১৬২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় খুলনা	১৩	১৫	৬	৬	১৯	২১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় যশোর	১১	১২	১৫	১৬	২৬	২৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কুষ্টিয়া	৩	৩	৯	৯	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা	৫	৫	৫	৫	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মেহেরপুর	১	১	০	০	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঝিনাইদহ	৭	৭	৫	৫	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মাগুরা	১	১	৪	৪	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নড়াইল	০	০	৫	৫	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সাতক্ষীরা	৫	৭	৭	৭	১২	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বাগেরহাট	৪	৫	৫	৫	৯	১০
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় খুলনা	৫০	৫৬	৬১	৬২	১১১	১১৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রাজশাহী	১১	১৬	১৩	১৮	২৪	৩৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় পাবনা	৯	৯	২১	২১	৩০	৩০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বগুড়া	১১	১২	২৭	২৭	৩৮	৩৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রংপুর	৯	১০	২০	২০	২৯	৩০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় দিনাজপুর	৮	৮	৯	৯	১৭	১৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় পঞ্চগড়	১	২	২	২	৩	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঠাকুরগাঁও	০	০	৩	৪	৩	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নীলফামারী	৩	৩	৫	৫	৮	৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় লালমনিরহাট	১	২	১১	১১	১২	১৩

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা	আগস্ট-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট		মোট মামলা	মোট আসামী
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী		
কার্যালয়ের নাম জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কুরিগ্রাম	৬	৬	৩	৩	৯	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় গাইবান্ধা	৩	৩	১৩	১৩	১৬	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় জয়পুরহাট	৮	৮	২	২	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সিরাজগঞ্জ	৪	৪	৬	৬	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নাটোর	১০	১৪	৯	৯	১৯	২৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নওগাঁ	৭	৮	৮	৮	১৫	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৯	৮	১৩	২৪	২২	৩২
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রাজশাহী	১০০	১১৩	১৬৫	১৮২	২৬৫	২৯৫
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় ঢাকা	৫	৮	০	০	৫	৮
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় রাজশাহী	১	১	৪	৪	৫	৫
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় চট্টগ্রাম	৪	৬	৬	৬	১০	১২
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় খুলনা	৪	৪	০	০	৪	৪
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় সিলেট	০	০	০	০	০	০
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় বরিশাল	০	০	০	০	০	০
গোয়েন্দা শাখা	১৪	১৯	১০	১০	২৪	২৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সিলেট	৩	৩	১৯	১৯	২২	২২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সুনামগঞ্জ	২	৩	৪	৪	৬	৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মৌলভীবাজার	৬	৭	৪	৪	১০	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় হবিগঞ্জ	২	২	৬	৬	৮	৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সিলেট	১৩	১৫	৩৩	৩৩	৪৬	৪৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বরিশাল	৪	৬	২	২	৬	৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় পটুয়াখালী	০	০	৩	৩	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বরগুনা	১	১	০	০	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ভোলা	০	০	১	১	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঝালকাঠি	১	১	০	০	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় পিরোজপুর	২	২	০	০	২	২
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বরিশাল	৮	১০	৬	৬	১৪	১৬
মোট	৩৬০	৪১৩	৫৭৩	৫৯৪	৯৩৩	১০০৭

সবচেয়ে বেশি মামলা দায়ের: ঢাকা মেট্রো উপঅঞ্চল-১৫৯ টি

সবচেয়ে কম মামলা দায়ের :

বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় সিলেট, বরিশালে কোন মামলা হয়নি।

যেসব জেলায় নিয়মিত মামলা হয়নি:

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, লক্ষীপুর, নড়াইল, ঠাকুরগাঁও, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় নিয়মিত মামলা হয়নি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম (আগস্ট '২০১৬)

“বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা, সমস্যা ও করণীয়” শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত:
গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা, সমস্যা ও করণীয় বিষয়ে এক কর্মশালা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব খন্দকার রাকিবুর রহমান।



গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশে মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা, সমস্যা ও করণীয় শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত মহাপরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

“বাংলাদেশের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং করণীয়” বিষয়ে ডাঃ আখতারুজ্জামান, রেসিডেন্ট সাইকিয়াট্রিস্ট (অবসর প্রাপ্ত) Key Note উপস্থাপন করেন।

Key Note এর উপর আলোচনার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, শের ই বাংলা নগর, ঢাকা এর পরিচালক প্রফেসর ডাঃ আব্দুল হামিদ বলেন, এদেশে মাদকাসক্তদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম এর প্রধান শিকার। সময়ের সাথে সাথে এর চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য হয়নি। সরকারি পর্যায়ে সীমিত আকারে চলছে এর চিকিৎসা ব্যবস্থা। সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য আলাদা কোন ইউনিট নেই। এছাড়া সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে নিয়োজিত ডাক্তারদের পদোন্নতি, বদলীর ক্ষেত্রে স্বল্প মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে এক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তির হারানির শিকার হচ্ছেন। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

ইউএনওডিসির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর জনাব এবিএম কামরুল হাসান বলেন, মাদকাসক্ত শিশুদের চিকিৎসার দিকে নজর দিতে হবে। ড্রাগ পেটার্ণ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এর সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন আনতে হবে। বর্তমানে ড্রাগের ওভার ডোজ একটি বড় সমস্যা। এ কারণে প্রায়শই মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এ বিষয়ে গণসচেতনতা বাড়াতে হবে।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা থেকে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৮২ টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। আগস্ট-২০১৬ মাসে ০৫টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

ক্রঃ নং	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদবী	বেডের সংখ্যা	ফোন নম্বর	অনুমোদনের ইস্যু নম্বর ও তারিখ
১৭৮	'রি-লাইফ' মাদকাসক্তি মানসিক রোগ চিকিৎসা ও পরামর্শ কেন্দ্র, রোড-১৮, বাড়ানং-৯৭, সেক্টর -০৭, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২০০।	জনাব ফয়সাল তানভীর নিবাহী পরিচালক	২০	০১৭৫৫৮৮৮২২৫ ০১৭৫৫৮৮৮২২৬	নং-২৮১৯ তাং- ০৮/০৮/১৬
১৭৯	'নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা' মানসিক ও মাদকাসক্ত হাসপাতাল, ২/৪ হুমায়ুন রোড, ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান চেয়ারম্যান	২০	০১৭১১০২৮০৯২ ০১৭১৬১২৫১৬৩	নং-২৮২০ তাং- ০৮/০৮/১৬
১৮০	'স্বপ্ন' মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৪৩/০২ ইটাখলা রোড (কলেজ রোড রেলক্রসিং), ময়মনসিংহ।	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন স্বপ্ন, নিবাহী পরিচালক	১০	০১৭১৭৯২১৫৭২ ০১৭১২৭৭৪০৬৬	নং-২৮৪৩ তাং- ১০/০৮/১৬
১৮১	'ফেরা' মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র, হাবিব সুপার মার্কেট, লাহিনী বটতলা, কুষ্টিয়া।	জনাব মোহাঃ ইকবাল হোসেন, চেয়ারম্যান	১০	০১৭২৮৪৪৭৬১৭	নং-৩০৭৫ তাং- ৩০/০৮/১৬
১৮২	'অশ্রু' মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রোড-১৮, প্রট-২১, খালিশপুর, খুলনা।	জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস মুক্তা, নিবাহী পরিচালক	১০	০১৭১৬২১২৫৩৪	নং-৩০৭৬ তাং- ৩০/০৮/১৬

সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এর মাসিক প্রতিবেদন

কেন্দ্রের নাম	চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা						মন্তব্য	
	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ		মোট	নতুন		পুরাতন
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা				
কেন্দ্রের নাম	৩৪	১	১১৪	০	১৪৯	৮৩	৩১	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৫	০	৬	০	১১	১১	০	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০	০	০	০	০	০	০	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০	০	০	০	০	-	০	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৫	০	৬	০	১১	১১	০	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কেন্দ্র, রাজশাহী	০	০	০	০	০	০	০	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৭	-	৭৯	১১	৯৭	৬৬	৩১	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	০	০	০	০	০	০	০	
মোট	৪৬	১	১৯৯	১১	২৫৭	১৬০	৬২	

আমাদের অঙ্গীকার
মাদকমুক্ত পরিবার

মাদক পাঁচার করে যারা
দেশ ও জাতির শত্রু তারা

বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময়/ পুনর্বাসন কেন্দ্রের (আগস্ট'২০১৬) মাসের প্রতিবেদন

জেলা	কেন্দ্রের মোট সংখ্যা	কেন্দ্রসমূহের মোট বেড সংখ্যা	প্রতিবেদন প্রাপ্ত কেন্দ্রের সংখ্যা	বিগত মাস থেকে আগত রোগীর সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে কেন্দ্রে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল	৫৪	৭০৫	৫১	৫৪৬	২৯২
ঢাকা জেলা	৩	৩০	৩	৫৪	৩২
নারায়ণগঞ্জ	৪	৪০	৩	২৮	১৮
মানিকগঞ্জ	২	২০	১	৪	৬
গাজীপুর	১২	১২০	১২	১৪৮	৭৪
ময়মনসিংহ	১০	৯০	৯	৫৭	৫২
নেত্রকোনা	১	১০	১	১০	৫
শেরপুর	১	১০	০	০	০
টাংগাইল	৩	৩০	৩	২৯	১১
জামালপুর	৩	৪০	৩	২৯	১০
ফরিদপুর	৩	৩০	৩	১৬	১৩
নরসিংদী	২	২০	২	২০	১০
রাজবাড়ী জেলা	১	১০	১	৯	৬
কিশোরগঞ্জ	২	২০	২	১৭	৮
চট্টগ্রাম মেট্রো	১২	১৫০	৯	১০৫	৩৭
চট্টগ্রাম জেলা	১	২০	০	০	০
কক্সবাজার জেলা	১	১০	১	৮	৪
নোয়াখালী	১	১৫	১	১৫	৮
ফেনী	৪	৪০	৪	৩৮	১৬
কুমিল্লা	৫	৬০	৫	৪৯	৫১
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১	১০	১	৫	৬
রাজশাহী জেলা	৪	৫০	৪	৫৮	৩৮
বগুড়া	১০	১০০	১০	৯০	৫৩
জয়পুরহাট	৩	৩০	৩	২৮	১৮
সিরাজগঞ্জ	১	১০	১	০	১০
পাবনা	১	১০	০	০	০
নওগাঁ	৬	৬০	৬	৫৯	২৩
খুলনা	৬	৬৫	৪	৪২	৩৫
কুষ্টিয়া	৩	২০	১	২১	৯
যশোর	১	১০	১	৪৩	৮
চুয়াডাঙ্গা	১	১০	১	৮	৯
সাতক্ষীরা	১	১০	১	৯	৪
বরিশাল	২	৩০	২	১৮	১৫
সিলেট	৮	৯০	৮	৬৩	৪৭
হবিগঞ্জ	১	১০	১	১০	৬
মৌলভী বাজার	২	২০	২	২০	৮
রংপুর	৪	৪০	৪	২৪	২৯
দিনাজপুর	২	২০	২	২০	১৬
মোট	১৮২	২০৬৫	১৬৬	১৭০০	৯৮৭

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রকারের কেমিক্যালসের মাধ্যমে আমদানি, সাইকেট্রিক সাবস্ট্যান্স আমদানি, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগস্ট' ২০১৫ এবং আগস্ট' ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাসভিত্তিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	আগস্ট' ২০১৫	আগস্ট' ২০১৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	১,৩০,৩৫,০১৪/-	১,২১,৪২,৪২২/-
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৩,৩৮,১৯২/-	৩৬,০৮,৮৯২/-
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৭,১৯,৫৪২/-	৪২,৪৮,১৫৭/-
৪।	খুলনা অঞ্চল	২,৫৮,৬৭,০৩৩/-	২,৮৩,৮৩,৩৮৩/-
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৩,৫০,০০০/-	৩,৯৮,১৪০/-
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৭০,৬১,৭৪৮/-	৭৫,১০,৮৪২/-
	মোট	৫,৩৩,৭১,৫২৯/-	৫,৬২,৯১,৮৩৬/-

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	আগস্ট' ২০১৬
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০ মেগটঃ	২৮.৬৪ মেগটঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেগটঃ	৫০৬ মেগটঃ
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেগটঃ	৬৪ মেগটঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেগটঃ	৯.৪২ মেগটঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেগটঃ	১৬০ মেগটঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৯.০২১ কেজি	-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় আটককৃত মাদকদ্রব্য এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। আগস্ট' ২০১৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান :

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	আগস্ট/১৬ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেপ্তি/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	
ঢাকা অঞ্চল	১৯২	১৯১	--	১৯১	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	১১২	১২৬	--	১২৬	০৮
রাজশাহী অঞ্চল	১৩৭	১৪১	--	১৪১	০১
খুলনা অঞ্চল	১০৪	১১৮	--	১১৮	১২
বাংলাদেশ পুলিশ	৪৩৯১	৪৪৩৬	--	৪৪৩৬	০১
বিজিবি	--	--	--	--	২০৯
র্যাব	--	--	--	--	--
রেলওয়ে পুলিশ	২৬	২৬	--	২৬	--
অন্যান্য সংস্থা	০৩	০৩	--	০৩	--
মোট	৪৯৬৫	৫০৪১	--	৫০৪১	২৩১

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর

নাম/পদবী/কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব মোঃ খলিলুর রহমান উচ্চমান সহকারী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় (সংলগ্নী বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা)	০১/০৮/২০১৬-৩১/০৭/২০১৭

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

স্বপ্ন জয়ের লক্ষ্য, মনোযোগায়নের বিপ্লব- মাদক রোধে সহায়ক।

পিয়ারা বেগম (শিক্ষক অব:) তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

বর্তমান বিশ্বে মাদকাসক্তি এখন আর অপরিচিত বা লুকিয়ে রাখার মত কোন বিষয় নয়। সময়ের পরিক্রমায় তা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে বিপণনের নিত্যনতুন কলা-কৌশল। বাড়ছে আসক্তিজনিত ক্ষতির তীব্রতা। ধ্বংস হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পরিবারের স্বপ্ন-সাধ-প্রত্যাশা। আমাদের অনাগত ভবিষ্যত প্রজন্মও হুমকির সম্মুখীন। ভাবছি, এমনটি যেন না হয় বাংলাদেশে ফেরী করে প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি হবে। ভয়ে, আতঙ্কে গা শিরশিরিয়ে উঠছে।

এ কথা কেন বললাম কারণ, আমাদের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের একাংশ মাদকের মরণ ছোবলে ক্ষতবিক্ষত। শিশু কিশোরদের মধ্যেও এর কুটিল হাতছানি থেমে নেই। বহু পরিবার আজ অসহায়, বহু অভিভাবক নিরুপায়। এমনকি মাদকের বিভীষিকা দ্রুত মেয়েদের মাঝেও বিস্তার লাভ করছে। মাদক কেবল এখন আর একক অপরাধ নয়, মাদকাসক্তির সংগে সন্ত্রাস এবং অন্যান্য অপরাধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে দুর্দমনীয় অপরাধের মাত্রা। এক পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে যে, মাদকাসক্তদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জনই কোন না কোন অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাদ নেই বাংলাদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সেখানেও চলছে তরুণ-তরুণীর অবাধে মাদক গ্রহণ। যে তথ্য বিবেকবান যে কোন বিদ্বন্ধ মানুষকে আতঙ্কিত না করে পারে না। বর্তমানে মাদকাসক্তির যে, ভয়াবহ চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে তা কোনভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

এ লক্ষ্যে বিজ্ঞানী, গবেষক, চিকিৎসক, মাদক বিশেষজ্ঞ লেখক কলামিস্টরা মাদকদ্রব্য নেশার অন্তরালে যে কারণগুলো সক্রিয় তা চিহ্নিতকরণ এবং তা রোধকল্পে প্রাসঙ্গিক ভাবনা তুলে লেখালেখিও করছেন। পাশাপাশি এর সহজলভ্যতার কারণ উদঘাটনে, প্রকাশেও তাঁদের আন্তরিকতার কমতি নেই।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরও তাদের মাদকবিরোধী কার্যক্রম হিসাবে সারাদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন ও কর্মসূচি গ্রহণ ও চলমান রেখেছে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় মাদকবিরোধী প্রচারণা জানুয়ারি মাসব্যাপি সারাদেশে মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান চোখে পড়ার মত। তারপরেও অজ্ঞাত কারণে মাদকের অপব্যবহার ক্যাপার গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে সমাজের সকল স্তরে। সত্যিই সেলুকাস! কি বিচিত্র আমরা আর আমাদের মনমানসিকতা ও পারিপার্শ্বিকতা।

সন্মানিত পাঠক, উদ্ভূত সার্বিক পরিস্থিতির জটিলতাকে বিবেচনায় রেখে এ বছরের আন্তর্জাতিক দিবসটির প্রতিপাদ্যে শিশু-যুবকদের উপর মনোযোগ দেয়ার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম. আর. খান স্যারের একটি চমৎকার লেখার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। তিনি বলেছেন - “শিশুরা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। একটি শিশুর বেড়ে ওঠা যদি আপনি নিশ্চিত করতে পারেন তাহলে একজন সফল মানুষ, ভালো মানুষের গ্যারান্টিও আপনি পেতে পারেন।”

স্যারের লেখার মূল কথা অনুধাবনেও মনোযোগ প্রসঙ্গটিই চলে আসে। সফল মানুষ, ভালো মানুষের গ্যারান্টি পেতে হলে শিশু-যুবাদের প্রতি মনোযোগ বাড়াতে হবে। কেবলমাত্র মনোযোগই হলো পরিবারের দায়িত্ব পালনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

আর মনোযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হচ্ছে ‘আগ্রহ’। আর আগ্রহ হচ্ছে মনোযোগের চালিকা শক্তি। মূলতঃ আমরা যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ মনে করি তার প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদেরকে বলে দিতে হয় না। তাই পরিবারের যে কোন ব্যাপারে মনোযোগ বাড়াতে হলে আমাদের মনকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। আগ্রহ থাকলে মনোযোগও নিজেই নিজেই চলে আসবে, অনেকটা কান টানলে মাথা আসার মত।

সঙ্গত কারণে প্রশ্ন দাঁড়ায় কীভাবে মনকে আগ্রহী করে তুলব? উত্তরে বলব, স্বপ্ন দেখে। তবে রাতে দেখা স্বপ্ন নয়। এই স্বপ্ন সম্পর্কেই ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও খ্যাতিমান পরমাণু বিজ্ঞানী এপিজে আবদুল কালাম বলেছেন-“স্বপ্ন সেটি নয় যেটি মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। বরং স্বপ্ন হচ্ছে সেটি যা মানুষকে ঘুমাতেই দেয় না। এই স্বপ্ন শয়নে-স্বপনে, জাগরণে-কর্মে আপনাকে পরিবারের প্রতি মনোযোগি হতে উদ্বুদ্ধ করবে। আপনার সন্তান বা ভাই-বোনকে নিয়ে সুখ-স্বপ্নে বিভোরতাই আপনাকে দুর্দমনীয় আগ্রহ, উদ্যম সৃষ্টি করবে মনোযোগি হতে। কীভাবে, কী প্রক্রিয়ায় আপনার সন্তান বা ভাই-বোনটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মাদকমুক্ত একজন আদর্শ মানুষের মত মানুষ করে তুলবেন। আপনার সদিচ্ছা, আপনার লক্ষ্যের অনুকরণ আপনাকে আপনার স্বপ্ন জয়ের শীর্ষে পৌঁছে দেবে। এসব ক্ষেত্রে অর্থিক দৈন্যতা কোন প্রতিবন্ধকতাই সৃষ্টি করতে পারবে না। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিখ্যাত লোকদের জীবনী পড়লেই জানতে পারবেন খ্যাতিমান যারা, তাঁরা অধিকাংশই খুবই সাধারণ অবস্থা থেকেই এসেছেন। সুতরাং এগিয়ে যান লক্ষ্য স্থির করে, মনের শক্তিকে পুঁজি করে। আর মনোযোগ দেওয়া তখন সহজ হয় যখন ভবিষ্যতের জন্য কারো সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকে। এতে মনের শক্তি নিজ থেকে উদ্ভূত হয়। আর পরিচালিত করে মানুষের কর্মধারাকে তার লক্ষ্য অর্জনের দৃঢ়তায়।

মাদক বর্তমানে একটি ভয়াবহ স্পর্শকতার জটিল সমস্যা। নীরব ঘাতক মাদককে রুখতে শুরু করতে হবে পরিবার থেকেই। কারণ পরিবার আমাদের শিকড়। আমরা জানি, শিকড় শক্ত হলে গাছ উপড়ানো কঠিন সুতরাং শিকড়কে শক্ত করতে হলে প্রয়োজন মনোযোগের সাথে সঠিক মানের পরিচর্যা। আর এ ক্ষেত্রে মা-বাবা তথা বড়দের ভূমিকাই মুখ্য। যে শিশুটি মায়ের কোলে তার আদর, ভালবাসা, তার মমতার চাদরে থাকে ঢাকা, তার কৈশোরও অভিভাবক তেমনি মায়া ও স্নেহের চাদর দিয়ে তাকে মানুষ করবেন। যে কোন ছোটখাটো অপরাধে তাকে ভৎসনা নয়, ভালো মন্দের প্রভেদ বুঝিয়ে দেবেন অতি সাবধানে, শান্ত, ধীরস্থির ও অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে। যে কোন বদ অভ্যাস ছাড়াতে বড়দেরকে সহনশীল ও পরম সহিষ্ণু হতে হবে। মনে রাখা দরকার এ বয়সে করা অপরাধগুলোই তাকে সাহসী করে তোলে। পরবর্তিতে যে কোন বড় অপরাধে পা বাড়াতে দুঃসাহসী হতে উৎসাহিত করে। কাজেই এ বিষয়টিকে হেলাফেলা নয়, সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। এটা সন্তব ছোটদের প্রতি বড়দের পর্যাপ্ত সময় ও স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের মাধ্যমে। তাহলেই আপনার কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণ হবে।

সব সময় মনে রাখতে হবে মহান কিছু বা বড় কিছু করার জন্য এই পৃথিবীতে আপনার জন্ম হয়েছে। তবে পরিবারের দায়িত্বশীল হয়ে সন্তানদের মানুষ করার মত মহৎ কাজ এই পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। সন্তানদের প্রার্থীত চাওয়া-পাওয়া, লেখাপড়ার তদারকি, তাদের সুকুমার কলার বিকাশে সাংস্কৃতিক চর্চা, সৃজনশীলতা বিশেষ করে শ্বশত ধর্মীয়শিক্ষা, নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুশীলন ইত্যাদি বিষয়ে অখন্ড মনোযোগের কোন বিকল্প নেই। সন্তানের নৈতিক চাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া, নৈতিক চাওয়াকে কৌশলে তার ভালমন্দের পার্থক্য সহজভাবে উপস্থাপন করে তা থেকে নিবৃত্ত রাখা। তারা যেন কিছুতেই এমন ধারণা পোষণ করার অবকাশ না পায় যে, তাদের মতামতের কোন গুরুত্ব নেই আপনার কাছে। তাহলে হতাশাচ্ছন্নও হবেনা, বিষণ্ণতায়ও ভুগবে না। আর মাদক বা নেশার জগতে প্রবেশ করার মত পরিবেশও তৈরি হবে না। মূলতঃ তা সম্ভব হচ্ছে সন্তানদেরকে নিয়ে আপনার স্বপ্ন পূরণে তীব্র আকাঙ্ক্ষার কারণে। স্বপ্নই আসলে আমাদেরকে কর্মদ্যোমী হতে অনুপ্রেরণা যোগায়। দায়িত্ব পালনে স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহী করে তোলে। গত ৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ বিশ্বখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের বিষয় ছিল - “দি মাইভুফুল রেভলুশন”, ‘মনোযোগায়নের বিপ্লব’। এই প্রতিবেদনের মূল কথা ছিল, মনোযোগ দিন। আপনি ভাল থাকবেন। যা কিছুই করেন না কেন মনোযোগ দিয়ে করুন। আসুন, স্বপ্ন জয়ের লক্ষ্যে মনোযোগায়নের বিপ্লবের মাধ্যমে মাদকমুক্ত শান্তিপূর্ণ নবযুগের অভ্যুদয় দেখতে আর কখন, বিবৃত্ত নয়, প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের অন্ত্রটাকে শান দিয়ে সোচ্চার হই। মাদকের জঘন্য অভিশাপ থেকে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে মুক্ত রাখি। বিশ্বকে মাদকমুক্ত রাখার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হই। জীবন নাশা মাদকের বিরুদ্ধে একাবদ্ধ আন্দোলনে শরীক হই।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।

ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com